‘‘দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করি বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন করি’’

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন

২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি বিটিএমসি’র উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের তথ্যাদির প্রতিবেদন।

- দক্ষজনবল তৈরীর মাধ্যমে দেশের শিল্পখাতকে শক্তিশালী করার জন্য বিটিএমসির মালিকানাধীন ট্রেনিং ইনিস্ট্রিটিউট (সাবেক টিআইডিসি বর্তমানে নিটার) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এ ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রতি বছর ২০০ জন দক্ষ জনবল তৈরীর দ্বারা দেশের শিল্প খাতকে শক্তিশালী করে হচ্ছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিগত ১২-১০-২০১৪ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শনকালে টেক্সটাইল সেক্টরের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৪(চার) টি বন্ধ মিল (রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস্, দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস্, সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলের মূল ইউনিট ও মাগুরা টেক্সটাইল মিলস) চালু করা হয়। বর্তমানে মোট ৮টি মিল ভাড়ায় চালু রয়েছে। মিলগুলো চালু হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং উৎপাদনও বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জানুয়ারী ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত নতুন নতুন মিল চালু (ভাড়া ভিত্তিতে) করার মাধ্যমে প্রায় ১১,২৯৯ জন (দৈঃভিঃ) শ্রমিককে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে।
- জানুয়ারী ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রায় ১,৬৮,৫৬,০০০ কেজি সূতা উৎপাদন করা হয়েছে।
- বিটিএমসি’র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পিপিপি’র কর্তৃপক্ষ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিটিএমসি এর সার্বিক প্রচেষ্টায় অর্থৈনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি হতে বিটিএমসি’র মোট ১৬টি মিল পিপিপি এর আওতায় চালুর নিতিগত অনুমোদন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩টি মিল প্রথম পর্যায়ে পিপিপি’র মাধ্যমে পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। মিলগুলো চালু হলে কয়েক হাজার জনবলের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানী বৃদ্ধি, শুল্ক ও কর আদায় বৃদ্ধিসহ সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে। পিপিপি’র মাধ্যমে বিটিএমসির ১৬টি মিল চালু করা হলে, কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে নতুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে।
- চালু মিলগুলোর আয় ও অন্যান্য আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিটিএমসি প্রধান কার্যালয় ও মিলসমূহে মোট ১০১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- বিটিএমসি’র কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চাকুরীর সুবিধাদি হিসেবে আনুতোষিক (গ্রাচ্যুইটি) সহজীকরণের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিটিএমসি’র ২৬২৯ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের জন্য মোট ২৯টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

অপর পাতায়/২

- "Vertical Extension of BTMC Bhaban (8th floor to 11th floor) and Construction of 5- Storied Garage including 1-Basement Car Parking Facility in Adjacent Vacant Land of BTMC" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মূল ভবনের ৯তলা থেকে ১২ তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। একই সাথে ভবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পৃথক প্রকল্প গ্রহন ও সম্পন্ন করা হয়েছে।
- চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জমিতে টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের লক্ষ্যে ৭টি প্লট বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্লট বিক্রয়ের পর্যায়ে রয়েছে, এর ফলে টেক্সটাইল পল্লী স্থাপন ও শিল্প বিকাশ ঘটানো হচ্ছে।
- বিটিএমসি'র ওয়েব সাইট হালনাগাদ করণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ/সাফল্যের চিত্র নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া বিটিএমসি'র নীচ তলায় নিরাপত্তা অফিসের সম্মুখে 'সিটিজেন চার্টার'প্রদর্শন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ব্যাংকের লোন বাবদ ১০২.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- মিল গেট হতে প্রকৃত তাঁতীদের মাঝে সূতা বিক্রয়ের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি) এর চালু মিলসমূহ হতে তাঁতীদের মাঝে ৫০৯২.১১ কেজি সূতা বিক্রয় করা হয়েছে।
- সুদীর্ঘ্যকাল যাবৎ বেদখল ও ডকুমেন্ট বিভ্রাটের কারণে মহামূল্যবান সরকারী সম্পত্তি বেহাতে হতে চলেছিল। বিটিএমসি হতে ৫০টি আপিল মামলার মাধ্যমে মতিঝিলের হাটখোলাস্থ ৪.২৫৪৩ একর বিটিএমসি'র সম্পত্তি মহানগর জরিপ বা সিটি জরিপের রেকর্ডে বিটিএমসি'র নামে রেকর্ড ও গেজেট করা হয়। যার বিরুদ্ধে ৬টি রীট পিটিশন রুজু হয় এবং সর্বশেষ পর্যায়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে ৬টি আপিল মামলায় বিটিএমসি'র পক্ষে লীভ গ্র্যান্ট হয় বা বিটিএমসি'র নামে রেকর্ডের স্বীকৃতি লাভ করে।
- বিটিএমসি'র মতিঝিলের হাটখোলাস্থ ওয়ারী মৌজার ৪.২৫৪৩ একর সম্পত্তির মধ্যে প্রায় ০২.০০ একর সম্পত্তি হতে স্বাধীণতা পূর্ব হতে যুগ যুগ ধরে বসবাসরত অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কাজ সম্পন্ন করা হয়। অবশিষ্ট জমির মধ্যে ১.১১৭ একর জমি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চয়তা বিধানে পুলিশ বিভাগের নিকট বিক্রি করা হয়েছে।
- নারায়ণগঞ্জের চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত প্রকল্প টেক্সটাইল পল্লী স্থাপন এর বাস্তবায়নের বাধা হিসাবে উক্ত জমিতে বসবাসকারীদের দ্বারা মাহামান্য হাইকোর্টে রুজুকৃত ১৬টি রীট পিটিশন বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল কর্তৃক শুনানীর মাধ্যমে খারিজ করে বিটিএমসি'র তৎপরতায় পিটিশনাররা উচ্ছেদে বাধ্য হয়।

অপর পাতায়/৩

- চট্টগ্রামস্থ দি এশিয়াটিক কটন মিলের সাবেক বাংলাদেশী মালিক কর্তৃক বেআইনী ভাবে তৃতীয় পক্ষের নিকট মিল হস্তান্তর এবং পরবর্তিতে মিলটিকে নিলাম পর্যায়ে উপনীত করায় মহামান্য হাই কোর্টের একের পর এক মামলা দ্রুত সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তি করে মিলটি পুনঃগ্রহণ প্রজ্ঞাপন জারি পূর্বক পুন:গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়। পুন:গ্রহণ পরবর্তি প্রায় ৬টি মামলা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তি করা হয়।

- সাভারস্থ আফসার কটন মিলের সাবেক বাংলাদেশী মালিক কর্তৃক বেআইনী ভাবে তৃতীয় পক্ষের নিকট মিলের জমি বিক্রি করে মিল ধ্বংস করায় সরকারের পক্ষে মিলটি পুনঃগ্রহণ প্রজ্ঞাপন জারি পূর্বক পুন:গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, বিগত ১৬-০৬-২০১৩ তারিখে বিরাষ্ট্রায়াত্ব আফসার কটন মিলস্ লিঃ, সাভার, ঢাকা পুন:গ্রহণ পূর্বক বিটিএমসি'র দখলে নেয়া হয়েছে।

- চট্টগ্রামস্থ জলিল টেক্সটাইল মিলের সাবেক বাংলাদেশী মালিক/মিল গ্রহীতা পক্ষ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে এবং সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত রুজুকৃত মামলা প্রতিদ্বন্দিতাপূর্বক রায় লাভের দ্বারা প্রজ্ঞাপন জারিপূর্বক পুন:গ্রহণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- বিক্রয় চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় গত ৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ঈগল স্টার টেক্সটাইল লিঃ পুন:গ্রহণের প্রজ্ঞাপন জারী করে। তৎপ্রেক্ষিতে গত ০৭-০৪-২০১৭ তারিখে মিলটি পুন:গ্রহণ পূর্বক বিটিএমসি কর্তৃক এর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বাস্তব দখল গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিক্রয় চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় গত ১১ মে ২০১৭ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কোকিল টেক্সটাইল লিঃ পুন:গ্রহণের প্রজ্ঞাপন জারী করে। তৎপ্রেক্ষিতে গত ১৩-০৫-২০১৭ তারিখে মিলটি পুন:গ্রহণ পূর্বক বিটিএমসি কর্তৃক এর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বাস্তব দখল গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিক্রয় চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় গত ১৩-০৭-২০১৭ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মাদারীপুর টেক্সটাইল মিলস পুন:গ্রহণের প্রজ্ঞাপন জারী করে। তৎপ্রেক্ষিতে গত ১৩-০৭-২০১৭ তারিখে মিলটি পুন:গ্রহণ পূর্বক বিটিএমসি কর্তৃক এর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বাস্তব দখল গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিক্রয় চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় গত ১৯-১০-২০১৭ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইল মিলস পুন:গ্রহণের প্রজ্ঞাপন জারী করে। তৎপ্রেক্ষিতে গত ১৯-১০-২০১৭ তারিখে মিলটি পুন:গ্রহণ পূর্বক বিটিএমসি কর্তৃক এর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বাস্তব দখল গ্রহণ করা হয়েছে।